

শেষ বারের মতো গরিব

“বাংলাদেশি বাস্তবতায় টাকা,
ইনকাম আর ফিন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের কাঁচা-সত্য
পথনির্দেশনা”

সূচিপত্র:

অধ্যায় ১: আপনি কেন এই বইটি পড়বেন?.....	1
অধ্যায় ২: অর্থের প্রতি মনোভাব বদলান.....	8
অধ্যায় ৩: ৫০/৩০/২০ বাজেট রুল – আপনার অর্থের ভবিষ্যৎ গড়ার ম্যাজিক ফর্মুলা.....	14
অধ্যায় ৪: Rule of 72 – টাকাকে দ্বিগুণ করার গাণিতিক যাদু.....	18
অধ্যায় ৫: বাংলাদেশে বিনিয়োগ — সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা.....	23
অধ্যায় ৬: মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের বাস্তব গাইড.....	60
অধ্যায় ৭: স্বল্প আয়ে বিনিয়োগ কৌশল.....	91
অধ্যায় ৮: আর্থিক স্বাধীনতার পথ: বাজেটিং, লক্ষ্য নির্ধারণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ.....	122
অধ্যায় ৯: আয়ের উৎস বহুমুখীকরণ: আপনার ইনকামের বর্ণাধারা তৈরি করুন.....	151
অধ্যায় ১০: প্যাসিভ ইনকামের জাদু: ঘুমিয়েও আয় করার কৌশল.....	176
অধ্যায় ১১: দীর্ঘমেয়াদী প্যাসিভ ইনকামের রূপরেখা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে রিয়েল এস্টেট, শেয়ারবাজার ও মিউচুয়াল ফান্ড.....	214
অধ্যায় ১২: স্বাধীনতার শেষ ধাপ — আর্থিক নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকার পরিকল্পনা.....	242
অধ্যায় ১৩: আর্থিক সাফল্যের জন্য মনোভাব ও আচরণ.....	272

ভূমিকা

রুমানা বেগম, একজন মধ্যবিত্ত নারী, গার্মেন্টসে চাকরি করেন। তার স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে পড়ানো, একটি ছোট বাড়ি বানানো, ও একটি ছোট দোকান খোলা। কিন্তু মাস শেষে হাতে টাকা থাকত না। ২০১৮ সালে সে প্রথম “৫০/৩০/২০ বাজেট রুল” আর “রুল অফ ৭২” নিয়ে একটি সেমিনারে যায়। এই দুটি নিয়ম তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আজ সে একজন সফল উদ্যোক্তা।

এই বইটি এমন হাজারো রুমানার গল্প। আমরা সবাই অর্থনৈতিক মুক্তি চাই — কিন্তু সে পথ কোথায়, সেটা জানি না। এই বই আপনাকে দিক নির্দেশনা দেবে।

এই বই কী শিখাবে আপনাকে?

- অর্থের মনস্তত্ত্ব পরিবর্তনের কৌশল
- মাসিক আয় দিয়ে বিনিয়োগ শুরু করার উপায়
- বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ, ঝুঁকি ও বাস্তবতা
- বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত কার্যকরী নিয়মগুলো যেমন ৫০/৩০/২০ ও Rule of 72
- মিউচুয়াল ফান্ড, শেয়ার বাজার, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ
- আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে দৈনন্দিন অভ্যাস ও আত্ম-উন্নয়ন

কারা পড়বেন এই বই?

- চাকরিজীবী, যাদের মাস শেষে টাকা থাকেনা
- নতুন উদ্যোক্তা যারা বিনিয়োগ শুরু করতে চান
- শিক্ষার্থী, গৃহবধু, এমনকি অবসরপ্রাপ্তরাও

উক্তি:

“An investment in knowledge pays the best interest.” —
Benjamin Franklin

অধ্যায় ১: আপনি কেন এই বইটি পড়বেন ?

“আয় অনেক করি, কিন্তু মাস শেষে কিছুই থাকে না।” — এই কথাটা কি আপনি প্রায়ই বলেন? তাহলে আপনি একা নন। হাজারো মানুষ প্রতিদিন এই বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন?

আমরা অর্থকে ভাবি শুধু টাকার পরিমাণ দিয়ে। কিন্তু অর্থের গুরুত্ব এর ব্যবস্থাপনায়। অনেকেই জানেন না তাদের টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে।

বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র:

- ৭৫% মানুষ মাসিক বাজেট করেন না
- ৮৫% মানুষ নিয়মিত সেভিংস করেন না
- ৯০% মানুষ জানেন না “compound interest” বা মুনাফার পুনঃবিনিয়োগ শক্তি কী

এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি বিষয় শিখব:

১. নিজেকে মূল্যায়ন করা — আমি কোথায় আছি?
২. অর্থ মানসিকতা — টাকা সম্পর্কে আমার ধারণা কেমন?
৩. আগামী অধ্যায়ের প্রস্তুতি — আমি কী পরিবর্তন আনতে চাই?

মনে করুন, আপনি প্রথমবারের মতো ঘর থেকে বের হচ্ছেন, একটা নতুন শহরে চলে যাচ্ছেন, এবং আপনার হাতে শুধু কিছু টাকা — খুবই কম। সেই টাকা কীভাবে আপনি আপনার ভবিষ্যতকে বদলাতে ব্যবহার করবেন? আপনি যদি ভাবছেন “এটা কি সম্ভব?”, তাহলে এই বই আপনার জন্য।

আপনি যখন জীবনে সফল হতে চান, তখন আপনার কল্পনা যেমন থাকে, আপনার বাস্তবতাও তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনটা এমন এক জায়গায় নিয়ে আসে যেখানে আপনি একসময় হেঁচট খেয়ে পড়েন, আর মনে হয় — “আরও কিছু করা উচিত ছিল!”

প্রথমে যা ঘটেছিল, সেটা ছিল ভয়। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, “যতটা চাইছি, ততটুকু আয় হবে না। এই সামান্য আয় নিয়ে ভবিষ্যত কীভাবে তৈরি হবে?”

এটা আপনার একাকীত্বের গল্প নয়। এটি কোটি কোটি মানুষের গল্প। আমি জানি, আপনি একদিন সেই মুহূর্তের মধ্যে ছিলেন, যখন মনে হয়েছিল আপনি জানেন না কোথায় যাচ্ছেন, কীভাবে করবেন। তবে এখানে ভালো খবর আছে: আপনি জানেন না, কিন্তু আপনি এখন জানেন!

অর্থের প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের অঙ্গীকার:

আপনি জানেন না কীভাবে শুরু করবেন? জানি, শুরুতে কিছুটা ভয় লাগবে। কিন্তু মনে রাখবেন, সবকিছুই প্রথমবারের জন্য।

ভয় শুধু একটাই — “আমি কীভাবে শুরু করব?” উত্তরটা সোজা: “এটাই প্রথম পা, প্রথম স্টেপ। একটি মাত্র পদক্ষেপ বদলে দিতে পারে আপনার ভবিষ্যত।”

দেখুন, আপনি যদি এই মুহূর্তে বলছেন, “আমি যে আয় করি, সেটি কখনোই যথেষ্ট হবে না”, তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন। কোনো আয় কখনো ছোট নয়। যতটুকু আছে, সেটি আপনার জীবনের প্রথম চমৎকার বিনিয়োগ হতে পারে।

স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মিলনে এক নতুন রচনা

দেখুন, আপনি যখন স্বপ্ন দেখছেন, তখন আপনার মন একেবারে খোলা থাকে। আপনি ভাবতে থাকেন, “যদি এই আয় দিয়ে আমার সব কিছু পূর্ণ হয়ে যায়, তবে কেমন হবে?” এটা সঠিক প্রশ্ন, কারণ সঠিক প্রশ্নই সঠিক উত্তর দেয়।

আর্থিক স্বাধীনতা মানে শুধু টাকা নয়। এটা মানে, আপনি নিজের পথ তৈরি করতে পারছেন। আপনি যেভাবে টাকা ব্যবহার করেন, সেটা আপনাকে শক্তি দেবে, সফলতা আনবে, এবং আপনি নতুন কিছু শিখতে শিখতে এগিয়ে যাবেন।

এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করি:

“আপনি কি কখনো ভেবেছেন, প্রতিদিন যে টাকা আপনি খরচ করেন, সেটা একদিন আপনার জীবনের বড় পরিবর্তন করতে পারত?”

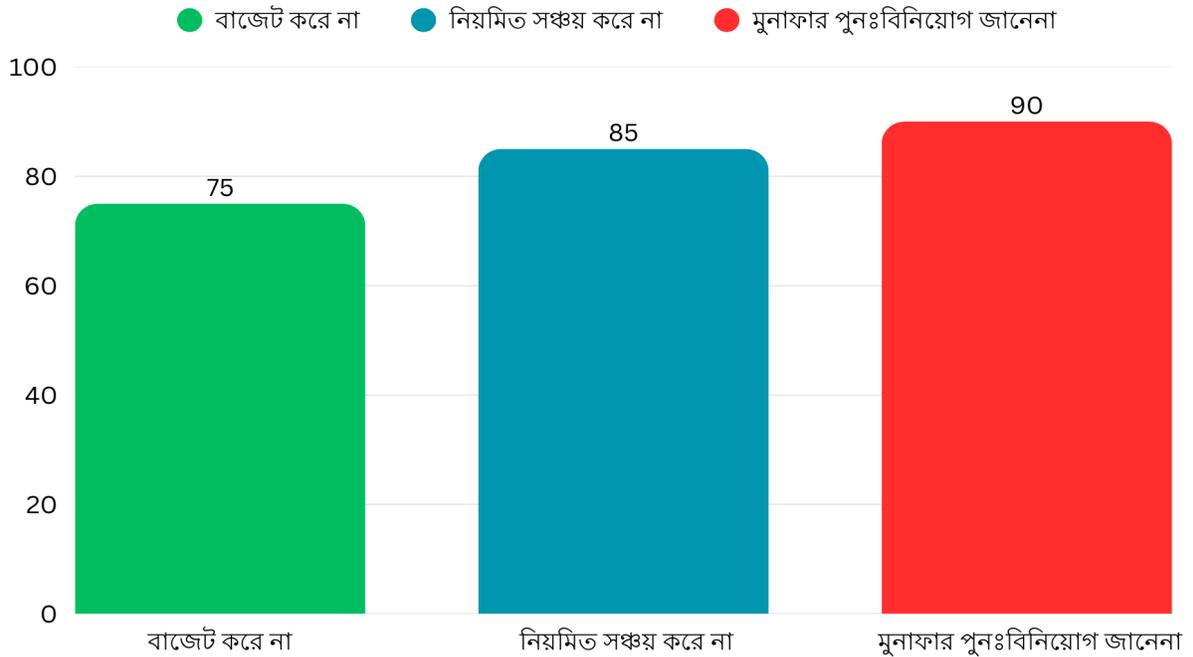
এটা একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী প্রশ্ন। আজকে আপনি যা করছেন, সেটা যদি একদিন আপনার ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করত? কী হবে যদি আপনি আপনার খরচের কিছু অংশ

সঞ্চয়ে রাখতেন? আপনি কল্পনা করেন, সেই সঞ্চিত অর্থ কীভাবে আপনার জীবন বদলে দিতে পারে?

এটি শুধুমাত্র একটি গাণিতিক প্রশ্ন নয়, এটি একটি মানসিকতা পরিবর্তনের গল্প। আপনি কিভাবে আজ আপনার অর্থ ব্যয় করছেন, সেটা একদিন আপনার জীবনের ভিত্তি হতে পারে। এটি একটা ছোট্ট পরিবর্তন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি বিপুল পরিমাণ লাভ এনে দিতে পারে।

বাংলাদেশের বাস্তবতা:

বাংলাদেশে, ৭৫% মানুষ মাসিক বাজেট করেন না, ৮৫% মানুষ নিয়মিত সঞ্চয় করেন না, এবং ৯০% মানুষ জানেন না কীভাবে মূনাফার পুনঃবিনিয়োগ শক্তি তাদের ভবিষ্যৎকে বদলে দিতে পারে। এগুলো হলো এমন কিছু পরিসংখ্যান যা শুধু একটাই ব্যাপার প্রমাণ করে — আমাদের সবাইকে কিছুটা ভিন্নভাবে ভাবতে হবে।

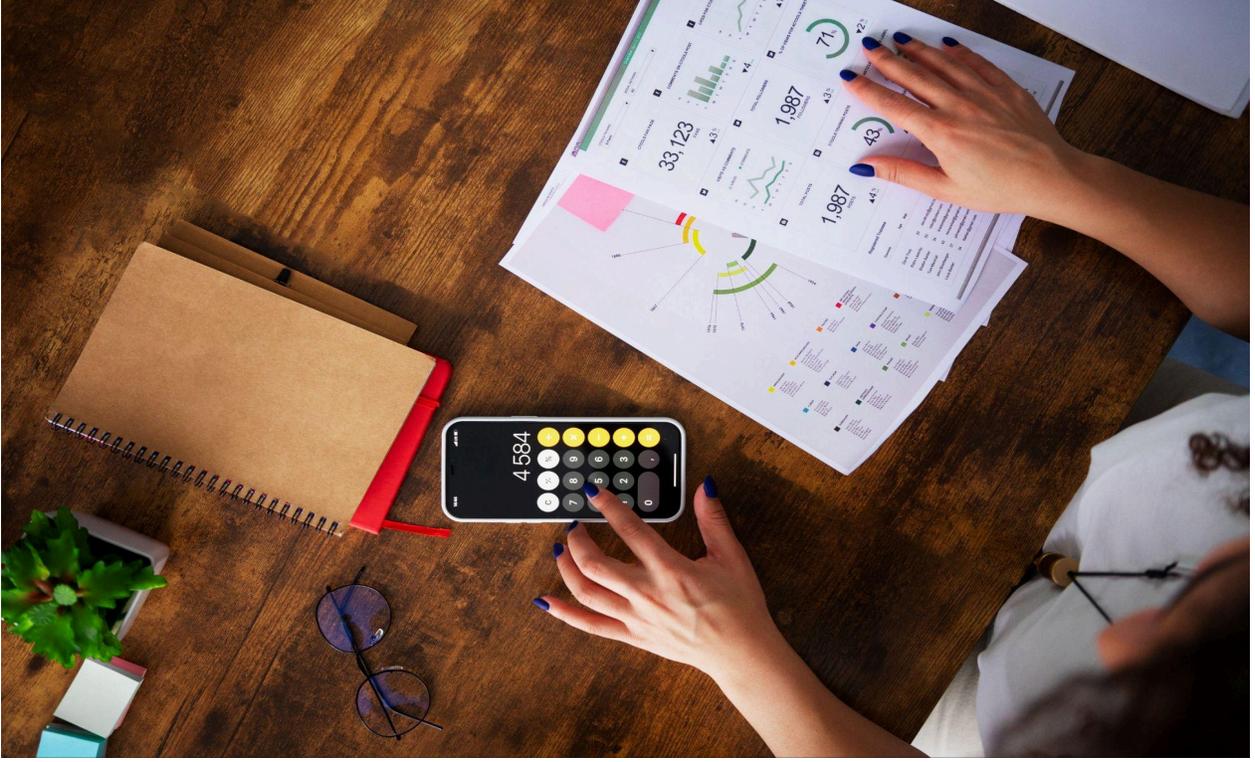


এটা দুঃখজনক যে, আপনি যদি জানতেন যে, এই টাকা যদি সঠিকভাবে ব্যয় করা যায়, তবে তা কীভাবে আপনার ভবিষ্যত বদলে ফেলবে, আপনি এর মধ্যে কোন অমূল্য শিক্ষা খুঁজে পেতেন!

আপনার টাকা, আপনার শক্তি:

আপনি যদি না জানেন, তবে একদিন আপনি হঠাৎই বুঝতে পারবেন — "আমার আর্থিক স্বাধীনতা হাতের কাছে ছিল, আমি এটিকে অস্বীকার করছিলাম!"

এটা কেবল টাকা নয়, এটা আপনার জীবন। আপনি যদি জানতেন যে আপনি কিভাবে প্রতিদিনের খরচে ছোটো কিছু পরিবর্তন করতে পারেন, তাহলে আপনি কীভাবে নিজের ভবিষ্যতকে উন্নত করতে পারতেন? আপনার যদি প্রতিদিনের খরচের উপর নজর থাকে, তাহলে সেই খরচে সামান্য পরিবর্তন এনে আপনি অদ্ভুতভাবে সফল হতে পারেন।



টাস্ক:

- গত ৩০ দিনের খরচের হিসাব লিখুন
- খরচগুলো ৩ ভাগে ভাগ করুন — প্রয়োজনীয়, চাওয়া, সঞ্চয়
- নিজেকে প্রশ্ন করুন — আমি কোন খাতে অপ্রয়োজনীয় খরচ করছি?

অনুভবমূলক অংশ:

একজন মানুষ যখন প্রথম নিজের খরচ হাতে তুলে নেয়, প্রথম ধাক্কা খায়। “আমি এত অপ্রয়োজনীয় জিনিসে টাকা খরচ করি?” — এই উপলব্ধিটাই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ।

উক্তি:

“Your money should work for you, not the other way around.”